সমকাল

01 FEB 2015

কিশোরগঞ্জে অতিরিক্ত ফির টাকা ফেরত পায়নি শিক্ষার্থীরা

■ সাইফুল হক মোল্লা দুলু, *কিশোরগঞ্জ*

হাইকোর্টের নির্দেশনা ছিল এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার অতিরিক্ত ফি আদায়ের টাকা ২০ জানুয়ারির মধ্যে ফেরত দেওয়া। নির্দেশ অমান্য করে কিশোরগঞ্জের বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আদায় করা অতিরিক্ত টাকা ফেরত দেয়নি। স্থানীয় ও শিক্ষা প্রশাসন কঠোরভাবে উদ্যোগ না নেওয়া এবং স্কুল-মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির অনমনীয় মনোভাবের কারণে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অভিমত। এ অবস্থায় আগামীকাল ২ ফেব্রুয়ারি শুরু হচ্ছে এসএসসি পরীক্ষা।

শিক্ষা প্রশাসন গণমাধ্যমের কাছে 'কঠোর' মনোভাব প্রকাশ করলেও শেষ পর্যন্ত কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। প্রশাসনকে তোয়াক্কা না করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায় করেছে। অবশেষে হাইকোর্ট থেকে টাকা ফেরতের নির্দেশনা পাওয়ার পর শিক্ষা প্রশাসন টাকা ফেরত নেওয়ার জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। অভিযোগ রয়েছে, ফরম পূরণের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ ফি এক হাজার ৮৫ টাকার স্থলে কিশোরগঞ্জের ৩৯৩টি স্কুল ও মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নানা অজুহাতে তিন-চারগুণ টাকা আদায় করে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে চলতি বছর এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ৩৭ হাজার ৭০০ শিক্ষার্থীর কাছ থেকে অতিরিক্ত আদায় করা টাকার পরিমাণ প্রায় ১২ কোটি। হাইকোর্ট ও বোর্ডের নির্দেশনার পর প্রায় ৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত টাকা ফেরত দিয়েছে। কিশোরগঞ্জের জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুস সামাদ জানান, জেলার সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অতিরিক্ত আদায় করা টাকা ফেরত দিতে বলা হয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, কোনো কোনো উপজেলায় বিশেষ স্বীকারোক্তি দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ দায় থেকে অব্যাহতির পথ খুঁজছে। বাজিতপুরের ১৫টি স্কুল ও দাখিল মাদ্রাসার স্বীকারোক্তি পত্র ঘেঁটে জানা যায়, গত বছরের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে তারা সবাই প্রায় একই রকম ফরমে লিখেছেন, ৯৯৫ থেকে এক হাজার ৮৫ টাকা আদায়ের কথা থাকলেও তারা বেতন ও কেন্দ্র ফি বাবদ অল্প পরিমাণ টাকা অতিরিক্ত নিয়েছে।

কটিয়াদী (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি জানান, উচ্চ আদালতের বেঁধে দেওয়া সময়সীমা গত মঙ্গলবার শেষ হলেও কিশোরগঞ্জের কটিয়াদীর কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এসএসসি পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে আদায় করা অতিরিক্ত ফি ফেরত দেয়নি। সূত্র জানায়, কটিয়াদীর ২৮টি মাধ্যমিক ও ২১টি মাদ্রাসা থেকে এবার প্রায় তিন হাজার শিক্ষার্থী এসএসসি ও দাখিলের ফরম পূরণ করে। অভিযোগদের গণঅভিযোগ সবক'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নানা খাত দেখিয়ে প্রতি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে দেড় হাজার থেকে দুই হাজার পর্যন্ত অতিরিক্ত টাকা আদায় করেছে। কটিয়াদী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এ কে এম গোলাম কিবরিয়া জানান, কটিয়াদী উপজেলার ২৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি পরিপত্র পাঠানো হয়। সবার জবাব এখনও পাওয়া যায়নি।